سورة التين

সূরা তীন

মক্কায় অবতীর্ণঃ ৮ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣ لَقَدْ

خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦ فَمَا

يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ আঞ্জীর ফল (তথা ডুমুর) ও যয়তুনের, (২) এবং তুরে সিনীনের (৩) এবং এই নিরাপদ নগরীর। (৪) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে (৫) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে (৬) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৭) অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কিয়ামতকে ? (৮) আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) বৃক্ষের, যয়তুন বৃক্ষের, তূরে সিনীনের এবং এই নিরাপদ নগরীর (অর্থাৎ মক্কা মোয়াযযমার)। আমি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর (তাদের মধ্যে যে লোক বৃদ্ধ হয়ে যায়) তাকে হীনতাগ্রস্তদের মধ্যে হীনতর করে দেই। (অর্থাৎ সৌন্দর্য কদাকারে এবং শক্তি দৌর্বল্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়)। ফলে সে হীন থেকে হীনতর হয়ে যায়। (এতে পূর্ণ মন্দতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এর ফলে আল্লাহ্ যে তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাই ফুটে উঠে। অন্য এক আয়াতে আছে اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ---আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় সৃষ্টি করতে ও জীবিত করতে সক্ষম---একথা সপ্রমাণ করাই এ সূরার উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ -বাক্যে এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা যায় যে, সব বৃদ্ধই বিশ্রী ও হীন হয়ে যায়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য অতঃপর আয়াতে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। (এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মু'মিন সৎকর্ম বৃদ্ধ ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পরিণতির দিক দিয়ে ভাল অবস্থায়ই থাকে, বরং তাদের ইযযত পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যায়। অতঃপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যখন সৃষ্টি করতে ও অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন হে মানুষ) অতঃপর কিসে তোমাকে কিয়ামতে অবিশ্বাসী করে? (অর্থাৎ কোন্ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তুমি কিয়ামতকে মিথ্যা মনে কর?) আল্লাহ্ তা'আলা কি সব বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন? (পার্থিব কাজকারবারে ও তন্মধ্যে মানবসৃষ্টি ও বার্ধক্যে তার মধ্যে পরিবর্তন আনার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং পারলৌকিক ব্যাপারাদিতেও ---তন্মধ্যে কিয়ামত ও দান-প্রতিদান অন্যতম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ----এ সূরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এক. তীন অর্থাৎ আঞ্জীর তথা ডুমুর বৃক্ষ। দুই. যয়তূন বৃক্ষ। তিন. তূরে সিনীন। চার. মক্কা মোকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তূর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তূন বৃক্ষও বহুল উপকারী। এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যয়তূন উল্লেখ করে সে স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। হযরত ইবরাহীম (আ)ও সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মোকাররমায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব পবিত্র ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গম্বরের আবাসভূমি। তূর পর্বত মূসা (আ)-র আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তূর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেষ নবী (সা)-এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

শপথের পর বলা হয়েছে : لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ—

تَقْوِيْم-এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছুর অবয়ব ও ভিত্তিকে ঠিক করা।

اَحْسَنِ تَقْوِيْم-এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দরঃ মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আরাবী বলেনঃ আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিমান, বক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী। সেমতে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছেঃ ان الله خلق ادم على صورته অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে নিজের আকারে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কতিপয় গুণাবলী কোন কোন পর্যায়ে তাকেও দেওয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন আকার নেই।---(কুরতুবী)

মানব সৌন্দর্যের একটি অভাবনীয় ঘটনাঃ কুরতুবী এস্থলে বর্ণনা করেন, ঈসা ইবনে মূসা হাশেমী খলীফা আবূ জা'ফর মনসূরের একজন বিশেষ সভাসদ ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে অত্যধিক ভালবাসতেন। একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে স্ত্রীর সাথে বসে হাসি তামাশার ছলে বলে ফেললেনঃ انت طالق ثلاثا ان لم تكونى احسن من القمر অর্থাৎ তুমি তিন তালাক, যদি তুমি চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী না হও। একথা বলতেই স্ত্রী উঠে পর্দায় চলে গেল এবং বললঃ আপনি আমাকে তালাক দিয়েছেন। ব্যাপারটি যদিও হাসি তামাশার ছিল কিন্তু বিধান এই যে, পরিষ্কার তালাক শব্দ হাসি তামাশার ছলে উচ্চারণ করলেও তালাক হয়ে যায়। ঈসা ইবনে মূসা চরম অস্থিরতার মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। প্রত্যূষে খলীফা আবূ জা'ফর মনসূরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। খলীফা শহরের ফতওয়াবিদ আলিমগণকে ডেকে মাস'আলা জিজ্ঞেস করলেন। সবাই এক উত্তর দিলেন যে, তালাক হয়ে গেছে। কেননা, তাদের মতে চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপরই নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার জনৈক শিষ্য আলিম চুপচাপ বসে ছিলেন। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন? তখন তিনি বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম পাঠ করে আলোচ্য সূরা তীন তিলাওয়াত করলেন এবং বললেনঃ আমিরুল মু'মিনীন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ মাত্রেরই অবয়ব সুন্দরতম। কোন কিছুই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর নয়। একথা শুনে উপস্থিত আলিমগণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন এবং কেউ বিরোধিতা করলেন না। সেমতে খলীফা তালাক হয়নি বলে রায় দিয়ে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর---রূপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এবং শারীরিক গড়নের দিক দিয়েও। তার মস্তকে কেমন অঙ্গ কি কি আশ্চর্যজনক কাজ করছে---মনে হয় যেন একটি ফ্যাক্টরী, যাতে নাযুক, সূক্ষ্ম ও সয়ংক্রিয় মেশিন চালু রয়েছে। তার বক্ষ ও পেটের অবস্থাও তদ্রূপ। তার হস্তপদের গঠন ও আকার হাজারো উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই দার্শনিকগণ বলেনঃ মানুষ একটি ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ সমগ্র জগতের একটি মডেল। সমগ্র জগতে যেসব বস্তু ছড়িয়ে আছে, তা সবই মানুষের মধ্যে সমবেত আছে।---(কুরতুবী)

সূফী বুযুর্গগণও এ বিষয়ের সমর্থন করেছেন এবং কেউ কেউ মানুষের আপাদমস্তক বিশ্লেষণ করে তাতে জগতের সব বস্তুর নমুনা দেখিয়েছেন।

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ—পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অস্তমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সে কুশ্রী দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কারও কোন উপকারে আসে না। অন্যান্য জীবজন্তু এর বিপরীত। তারা শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। মানুষ তাদের কাছ থেকে দুগ্ধ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রকম কাজ নেয়। তাদেরকে জবাই করা হলে অথবা তারা মারা গেলেও তাদের চামড়া, পশম, অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোন অংশ দ্বারা কোন মানুষ অথবা জন্তুর উপকার হয় না। সার কথা, মানুষ যে নিকৃষ্টদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এর অর্থ তার বৈষয়িক ও শারীরিক অবস্থা। হযরত যাহ্হাক প্রমুখ থেকে এ তফসীরই বর্ণিত রয়েছে।—(কুরতুবী)

এ তফসীর অনুযায়ী পরের আয়াতে মু'মিন সৎকর্মীর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মু'মিন সৎকর্মী বার্ধক্যে অক্ষম ও অপারক হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক বেকারত্ব ও বৈষয়িক অকর্মন্যতার ক্ষতি তাদের হয় না বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈষয়িক উন্নতিতেই ব্যয় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিন্তু মু'মিন সৎকর্মীর পুরস্কার ও সওয়াব কোন সময়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত্ব ও অপারকতার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখই সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ধক্যজনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলনামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ্ তা'আলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎ কর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক।—(বুখারী) এছাড়া এস্থলে মু'মিন সৎ কর্মীর প্রতিদান জান্নাত ও তার নিয়ামত বর্ণনা করার পরিবর্তে বলা হয়েছে ঃ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ—অর্থাৎ তাদের পুরস্কার কখনও বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরস্কার দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদের জন্য বার্ধক্যে এমন খাঁটি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে আত্মিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবাযত্ন করেন। এভাবে বার্ধক্যের যে স্তরে মানুষ বৈষয়িক ও দৈহিক দিক দিয়ে অকেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারূপে গণ্য হয়, সে স্তরেও আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ বেকার থাকেন না। কোন কোন তফসীরবিদ আলোচ্য

আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন যে, رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ----সাধারণ মানুষের জন্য নয় বরং কাফির ও পাপাচারীদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত সুন্দর অবয়ব, গুণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে বরবাদ করে দেয়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসাবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পেঁৗছে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পেঁৗছানো হবে না। কেননা, তাদের পুরস্কার সব সময়ই অব্যাহত থাকবে।---(মাযহারী)

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ---এতে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কুদরতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্য পরকাল ও কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা কি সব বিচারকের মহা বিচারক নন?

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি সূরা তীনের أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ পর্যন্ত পাঠ করে, তার উচিত وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ বলা। সেমতে ফিকাহ্বিদগণের মতেও এই বাক্যটি পাঠ করা মোস্তাহাব।